



## 22722 - দোয়া ও কুরআন তলোওয়াত করার উদ্দেশ্যে সমবতে হওয়ার বধিান

### প্রশ্ন

আমাদরে ইউনভার্সিটির নামায-ঘরে বঠেক করা ও দোয়া করার জন্য সমবতে হওয়া নিয়ে মতভদে তরী হয়ছে; এক্ষতেরে উপস্থতি লোকদরে মাঝে কুরআন শরফিরে পারাগুলে ভাগ করে দোয়া হয় এবং প্রত্যকে একই সময়ে এক পারা করে তলোওয়াত করে; এভাবে গোটো কুরআন শরফি খতম করা হয়। এরপর তারা নরিদষ্টি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে দোয়া করে; যমেন পরীক্ষায় পাস করা। দোয়া করার এ পদ্ধতি কি শরয়িতে আছে? আমরা আশা করব কুরআন, হাদিস ও সালাফদের ইজমার ভিত্তিতে আপনার পক্ষ থেকে জবাবটি আসবে।

### প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এ প্রশ্নে দুটো মাসয়ালা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

প্রথম মাসয়ালা: কুরআন তলোওয়াতেরে জন্য সমবতে হওয়া। সটো এভাবে যে, উপস্থতি লোকেরো প্রত্যকে এক পারা করে কুরআন শরফি ভাগ করে নবি; যাত করে একই সময়ে প্রত্যকে তার পারা তলোওয়াত করে শেষে করতে পারে।

এ মাসয়ালার জবাব স্থায়ী কমটির ফতোয়াতে (২/৪৮০) যা এসছে সটোই:

এক: কুরআন তলোওয়াত ও অধ্যয়নেরে জন্য একত্রতি হওয়া; সটো এভাবে যে, একজনে তলোওয়াত করবে বাকীরা শুনবে এবং তারা যা পড়ছে সটো পরস্পর অধ্যয়ন করবে, অর্থ বুঝবে- শরয়িত অনুমোদতি ও নকীর কাজ; যা আল্লাহ পছন্দ করনে এবং এর জন্য অনকে প্রতদিন দনে। ইমাম মুসলমি তাঁর সহহি গ্রন্থে ও ইমাম আবু দাউদ তাঁর সুনান গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: “দিকোন জনগোষ্ঠী আল্লাহর কোন এক ঘরে সমবতে হয়ে আল্লাহর কতিব তলোওয়াত করে ও নজিদেরে মধ্যে অধ্যয়ন করে তখন তাদের উপর সাকনি (প্রশান্তি) নাযলি হয়। তাদেরকে আল্লাহর রহমত বেষ্টন করে রাখে। ফরেশে তারা তাদেরকে ঘরিরে রাখে। আল্লাহ তাদের কথা তাঁর নকিট যারা আছে তাদের কাছে আলোচনা করনে।”

কুরআন খতম করার পর দোয়া করাও শরয়িত অনুমোদতি। তবে সবসময় ও নরিদষ্টি কোন শব্দমালায় দোয়া করা ঠকি নয়; যাত মনে হতে পারে এটা একটা অনুসৃত সুন্নত। কেননা এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়নি।



বরং কোন কোন সাহাবী সটো করছেন। অনুরূপভাবে যারা পড়তে এসছেন তাদেরকে খাওয়ার দাওয়াত দয়া এতও কোন অসুবিধা নই; যদি এটাকে প্রথাগত অভ্যাস হিসেবে গ্রহণ করা না হয়।

দুই: সমাবেশে যারা হাযরি হয়েছেন তাদের প্রত্যেকে মাঝে কুরআনের পারাগুলো পড়ার জন্য ভাগ করে দলি অনবির্যভাবে তারা প্রত্যেকেই কুরআন খতম করছেন এমনটি বিবেচি হব না। তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নছিক বরকত নয়া। এতে কসুর রয়েছে। কারণ কুরআন পাঠরে উদ্দেশ্য হচ্ছে- নকৈট্য হাছলি, মুখস্থ করা, চিন্তাভাবনা করা, কুরআনের বধিান অনুধাবন করা, এর থেকে শকিয়া গ্রহণ করা, সওয়াব হাছলি করা এবং জহিবাকে তলোওয়াত করায় অভ্যস্ত করে তলো...ইত্যাডি। আল্লাহই তাওফকিদাতা। [সমাপ্ত]

দ্বিতীয় মাসয়ালা: এই বশ্বিাস করা যে দয়া কবুলরে ক্ষতেরে এই কাজ (প্রশ্নরে উল্লেখিত পদ্ধতিতে সমবতে হওয়া) এর প্রভাব রয়েছে: এর সপক্ষে কোন দললি আছে বলে জানা যায় না। তাই এটি শরয়িত অনুমোদতি নয়। দয়া কবুলরে সুবদিতি অনকে কারণ রয়েছে; যমেনা দয়া কবুল না-হওয়ারও সুবদিতি কছি প্রতবিন্দকতা রয়েছে। দয়াকারীর কর্তব্য হচ্ছে- দয়া কবুলরে কারণগুলো অর্জন করা এবং প্রতবিন্দকতাগুলো থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহর প্রতিভাল ধারণা পোষণ করা। কারণ আল্লাহ সরেপ বান্দা তার প্রতি সরেপ ধারণা পোষণ করে।

বশিষে দ্রষ্টব্যঃ যে ব্যক্তি কোন একটি বিষয়কে শরয়িতরে বধিান সাব্যস্ত করবে তার কাছে দললি তলব করা হবে। নচৎে ইবাদতরে ক্ষতেরে মূলনীতি হচ্ছে- যে কোন কছি নষিদিধ; যতক্ষণ না শরয়িত অনুমোদতি হওয়ার পক্ষে দললি পাওয়া যায় যমেনটি আলমেগণ সদিধান্ত দিয়েছেন। এ কারণে এ বশ্বিাসটি যে শরয়িতসম্মত নয় এর দললি হচ্ছে- এটি জায়যে হওয়ার পক্ষে কোন দললি না থাকা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।